তারিখ ... 29 OCT 1990 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

23

আছে, প্রচার-প্রচারণার মূল্য বাড়ছে – শিক্ষাক্ষেত্রেও এগুলোকে কাজে লাগানোর উপায় আছে। সে উপায়টিই শিক্ষকরা খুঁজে নিয়েছেন। বলা ভাল, শিক্ষকরা আগবাড়িয়ে শিক্ষাকে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভণ্ডুল করতে আসেননি, যখন তাঁরা দেখলেন যে শিক্ষার তোয়াক্কা করে না এ সমাজ তখন শিক্ষার শবদাহে শেষকাঠিটি ছুড়ে দিয়েছেন তাঁরা।

এভাবে চলতে চলতে এখন তো সব লেজেগোবরে হয়ে গেছে। কেউ শিক্ষককে দুষছেন, কেউ সরকারকে, কেউ রাজনীতিকে, কেউ শিক্ষাব্যবস্থাকে। শবযাত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কোলাহল করছেন, চিতা কিন্তু নীরবে জ্বলেই চলেছে। এই বিভ্রান্তিকর অবস্থায় বাংলাদেশের একেক সরকার একেক রকমের কর্মসূচী নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রকে আলোকিত করতে চেয়েছেন। এ পর্যন্ত কোনটাই কোন ভাল ফল দেয়নি। কখনও হুজুগ উঠেছে বয়স্ক শিক্ষার, কখনও গণসাক্ষরতার, কখনও পথকলির ধুয়া উঠেছে। কিন্তু দেখা গেছে প্রাথমিক কিছু উদ্যোগের পর এগুলো নিয়ে, বেশিদূর এগুনো যায় না। এগুনো যায় না তার কারণ তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘোষিত এইসব কর্মসূচী নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করতে গেলেই এর সকল দুর্বলতা– অবাস্তবতা ধরা পড়ে যায়। সকল বয়স্কজনের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সকল গ্রামীণ মহিলার জন্যে বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা, সকল দরিদ্র কর্মজীবী বালকের শিক্ষার আয়োজন করা রাজনৈতিক শ্লোগান ও কর্ম হিসেবে জনপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু আদত শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এর সাফল্য বহু পূর্বশর্ত পূরণের ওপর নির্ভরশীল।

এই পূর্বশর্ত সম্পর্কে উচ্চবাচ্য না করে এখানে যাবতীয় ফাঁকি দিয়ে হঠাৎ করে কি সম্ভব শিক্ষায় সাফল্য অর্জন? রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক অঙ্গনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় নিয়ে অবক্ষয়কে পাকাপোক্ত করে বসিয়ে কোন্ ক্ষেত্রে সাফল্য পেতে পারি?

সবকিছুকেই রক্ষা করে সমাজ, মানুষের সমাজ। যে সমাজের অধিকাংশ মানুষ মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য হয় সেখানে কিছু রক্ষা পাওয়ার সুযোগ কোথায়? তাই এ সমাজ একটি ক্ষয়িষ্ণু সমাজ। এখানে যেমন বেকার বাড়ছে, তেমনি বাড়ছে শিক্ষা ও নীতিবিগর্হিত আচার-আচরণ। শিক্ষিত বা ডিগ্রিধারী মানুষও এর বাইরে নন। বস্তুতঃ একটি সমাজের প্রথম চাহিদা শিক্ষা নয় – এমনকি মানবিক বিকাশের ক্ষেত্রেও নয়। এইখানেই পূর্বশর্ত পূরণের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। এই পূর্বশর্ত পূরণ না হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থবিত্ত কুক্ষিগত করার যে প্রক্রিয়া চলছে, শিক্ষা (বা ডিগ্রি) এই ধারাকেই বাড়তি শক্তি দেবে। অর্থাৎ দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্বৃত্ত সমাজের মানুষ নিশ্চয় আয়ত্ত করা সকল জ্ঞান ও শিক্ষাকেই আত্মস্বার্থে কাজে লাগাবে, অন্য কাজে নয়।

অতএব শিক্ষাকে চিতার আগুন থেকে বাঁচাতে হলে প্রধান দায়িত্ব গিয়ে পড়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে। রাজনীতির মানবিকীকরণ, দেশ ও গণমুখী ভিত্তি প্রদান এবং দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ঘটিয়ে দায়বদ্ধতার পদ্ধতি চালুকরণের মাধ্যমেই শিক্ষাসহ জাতীয় জীবনে সুস্থ আবহ তৈরি করা সম্ভব।

এখানেই অবশ্য কথা শেষ হয় না। কারণ আপনি আমি চাইলেই রাজনৈতিক দলগুলো কিছু বৈপ্লবিক কাজ করে বসতে পারবে না। প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর মতই এই গুণগত পরিবর্তনের জন্যে ক্ষুদ্র পরিসরে কিন্তু পরিমাণে বেশি করে মানুষের বস্তুগত ও মানবিক সমৃদ্ধির জন্যে সমাজে আন্দোলনমুখী কাজ হতে হবে। এভাবেই সমাজের সুপ্তি কাটে, সমাজে একটি তাগিদ সৃষ্টি হয় এবং সমাজে পরিবর্তনের কাজটির ধ্বংস ও সৃষ্টির ভার বহনের যোগ্যতা ও ক্ষমতা তৈরি হয়। রাজপথের ও রাজপ্রাসাদের ক্ষমতাকেন্দ্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি সমাজে এই কাজ হতে হবে। এই কাজের ধারাতেই স্কুল পর্যায়ের শিক্ষায় গুণগত কার্যকর পরিবর্তন আনার কিছু কাজ করা যায়। কেন যে প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা সচিবালয়ের আমলা বা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চেয়ে অনেক কম হবে তার পক্ষে সুযুক্তি পাওয়া কঠিন। কেনই বা তাদের আমলাকুল-কেরানীকুলের দাপটের তলায় অসহায়ভাবে ফেলে রাখা হয়েছে? একজন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক শিক্ষা অধিদপ্তর, বোর্ড, ডিজি, ডিডিপিআই অফিসের কর্মকর্তা ও কেরানীদের প্রতাপের নিচে নিজেদের দলিত অপমানিত হতেই দেখেন শুধু। শিক্ষককে বেতনে, পদমর্যাদায় এবং সামাজিক সম্মানে যদি স্বাধীন অবস্থান নেয়ার মত বাস্তব আনুকূল্য দেয়া না হয় তবে শিক্ষার গ্রহণ কিছুতেই কাটবে না। এই সম্মান ও স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে অপব্যবহার হলেও, ক্রমেই তাকে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে দেবে, যা আপনিই গৃহশিক্ষকের কাজের মত হীনবৃত্তি নিতে তাঁকে বাধা দেবে। এ অবস্থায় আমলাতান্ত্রিক খবরদারি একেবারেই প্রত্যাহার করে নেয়া যাবে। এখন বেতন-ভাতা ও সম্মান না থাকায় ভাল ছাত্ররা এই পর্যায়ে চাকরি করার কথা কল্পনাও করে না; রাজনীতিকের উমেদারি, দুই নম্বরী কারবার, লুটপাটকে এর চেয়ে শ্রেয় জ্ঞান করে।

শিক্ষকের নিজস্ব ও সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি পেলে সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাতে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বন্ধক দিতে হবে না। দুর্নীতির ব্যাপকতা কমে আসবে – পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠক্রম নিয়ে তোষলকি কাণ্ড করতে হবে না। পাঠক্রম যা আছে, পরীক্ষাব্যবস্থা যা আছে তা থেকে বহু বরেণ্য ব্যক্তি সৃষ্টি হয়েছিল। মূল সংকট সেখানে নয়, ভুল জায়গায় জোর বাড়ছে তাই সমাজ তলিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা যদি জাতির মেরুদণ্ড হয় তবে শিক্ষক এর রক্ষক ও প্রতিপালক। কিন্তু তাঁকে সে স্থানটি কি দেয়া হয়েছে? ঝোল সবটা পাতে টানছে ক্ষমতান্ধ রাজনীতিক, সমাজের মস্তান, বদমাশ সব জুটে যাচ্ছে তার আশপাশে। শিক্ষক একা এবং অসহায়। ছাত্ররাও বুঝেছে শিক্ষকের চেয়ে পাড়ার উদীয়মান রাজনৈতিক (?) তারকা এবং তস্য মস্তান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অনেক বেশী কার্যকর হবে। স্কুল-কলেজে শিক্ষকের প্রভাব হ্রাস পেয়ে তাই রাজনৈতিক শক্তির আশীর্বাদপুষ্ট পেশীমানবদের প্রভাব বাড়ছে।

শিক্ষাকে বাঁচাতে পারেন শিক্ষক— একমাত্র শিক্ষক। তাঁকে প্রয়োজনীয় সমর্থন ও সহযোগিতাটুকু দিন। ছাত্ররা এক পর্যায়ে রাজনীতিও করবে, কিন্তু যে রাজনীতিকের মধ্যে শিক্ষকের গুণপনা নেই তাকে ছাত্রদের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে দেয়া যাবে না। ছাত্রের রাজনীতি ক্ষমতার রাজনীতি নয়, বলা যায় জনতার-অর্থাৎ দুঃখী-গরীব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজেই সে ব্রতী হবে। সব কাজেরই শর্ত-পূর্বশর্ত আছে, সীমা ও গণ্ডি আছে। এস এস সি-র জন্যে অতিরিক্ত ট্যুইশন যেমন ক্রীড়াবিদের ডোপ করার সমতুল্য তেমনি ছাত্রের রাজনীতি যদি দখলদারির দাঙ্গাবাজিতে পরিণত হয় তবে তাও সীমা লংঘনের পর্যায়েই পড়ে।